Set Code-1

বেলাল আহমেদ রাজু কনফিডেন্স
কর্পোরেট অফিস : 01973101504/07
Facebook Group: BCS CONFIDENCE. Email: bcsconfidence@hotmail.com

৫১তম কোর্সের অ্যাসাইনমেন্ট টেস্ট-০৫ (বাংলা ব্যাকরণ) এর ব্যাখ্যাসহ প্রশ্ন সমাধান

১. **বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ কয়টি?**

উত্তর : ২টি

ব্যাখ্যা : বাংলা বর্ণমালায় দুটি বর্ণ এমন রয়েছে যাদের উচ্চারণ করলে দুটি ভিন্ন স্বরের মিলন পাওয়া যায়। এগুলোকে যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ বা দ্বিস্বর বলা হয়। বর্ণ দুটি হলো: ঐ (ও + ই) এবং ঔ (ও + উ)।

২. **'রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে'—এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া?**

উত্তর : অভিশ্রুতি

ব্যাখ্যা : শব্দের মধ্যকার অপিনিহিতি-জাত 'ই'-কার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে বা সন্ধির নিয়মে পরিবর্তিত হয়ে (রাইখ্যা > রেখে) যখন নতুন রূপ লাভ করে, তখন তাকে অভিশ্রুতি বলে। এখানে 'রাখিয়া' থেকে প্রথমে 'রাইখ্যা' (অপিনিহিতি) এবং পরে 'রেখে' (অভিশ্রুতি) হয়েছে।

৩. **'ক্ষ' বর্ণটি কোন কোন বর্ণের সমষ্টি?**

উত্তর : ক্ + ষ

ব্যাখ্যা : 'ক্ষ' বর্ণটি মূলত ক্ + ষ—এই দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন।

৪. **বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?**

উত্তর : ৮টি

ব্যাখ্যা : বাংলা বর্ণমালার ৫০টি বর্ণের মধ্যে স্বরবর্ণে ১টি (ঋ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণে ৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ) মিলিয়ে মোট ৮টি অর্ধমাত্রার বর্ণ রয়েছে।

৫. **'পদ্ধতি' শব্দটির সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কী?**

উত্তর : পদ্ + হতি

ব্যাখ্যা : ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম অনুযায়ী, পদের শেষে যদি 'দ' থাকে এবং পরে 'হ' থাকে, তবে উভয়ে মিলে 'দ্ধ' হয়; এক্ষেত্রে 'দ' স্থানে 'দ' এবং 'হ' স্থানে 'ধ' হয়। এই সূত্র অনুসারেই 'পদ্' শব্দের হসন্ত-যুক্ত 'দ' এবং 'হতি' শব্দের 'হ' মিলে 'দ্ধ' হয়ে শব্দটি 'পদ্ধতি' গঠিত হয়েছে।

৬. **স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?**

উত্তর : কার

ব্যাখ্যা : স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলা হয়। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ যখন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন তার মূল রূপের পরিবর্তন ঘটে; এই পরিবর্তিত বা সংক্ষিপ্ত রূপকেই 'কার' বলে।

৭. **'মৃন্ময়' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কী হবে?**

উত্তর : মৃৎ + ময়

ব্যাখ্যা : ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম অনুযায়ী, বর্গের প্রথম বর্ণের (এখানে 'ত' বা 'ৎ') পর যদি কোনো নাসিক্য বর্ণ (ম, ন) থাকে, তবে বর্গের প্রথম বর্ণটি সেই বর্গের নাসিক্য বর্ণে (এখানে 'ত' বর্গের নাসিক্য বর্ণ 'ন') পরিণত হয়। সেই হিসেবে 'মৃৎ'-এর 'ৎ' এবং 'ময়'-এর 'ম' মিলে 'ন্ম' (ত্ + ম = ন্ম) হয়েছে।

৮. **'মুহুর্ত' বানানের সঠিক রূপটি কী?**

উত্তর : মুহূর্ত

৯. **'হনন করার ইচ্ছা'— একে এক কথায় কী বলে?**

উত্তর : জিঘাংসা

১০. **'শশধর', 'সুধাংশু', 'বিধু' ও 'মার্তণ্ড'—এর মধ্যে কোনটি চাঁদের প্রতিশব্দ নয়?**

উত্তর : মার্তণ্ড

ব্যাখ্যা : মার্তণ্ড' শব্দটি সূর্যের প্রতিশব্দ; অন্যদিকে শশধর, সুধাংশু এবং বিধু—এই তিনটিই চাঁদের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১১. **'অরণ্যে রোদন'—বাগধারাটির অর্থ কী?**

উত্তর : বৃথা চেষ্টা বা নিষ্ফল আবেদন

১২. **Acting-এর বাংলা পরিভাষা কী?**

উত্তর : ভারপ্রাপ্ত

১৩. **'উদ্যম' বিশেষ্য পদের বিশেষণ রূপ কী?**

উত্তর : উদ্যত

ব্যাখ্যা : নিয়ম অনুযায়ী, কোনো কাজের বিশেষ মানসিক প্রস্তুতি বা প্রচেষ্টাকে 'উদ্যম' (বিশেষ্য) বলা হয়, আর যখন কোনো ব্যক্তি সেই কাজ করার জন্য প্রস্তুত বা প্রবৃত্ত হন, তখন তাকে 'উদ্যত' (বিশেষণ) বলা হয়।

১৪. **'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগধারাটির অর্থ কী?**

উত্তর : অন্ধ অনুকরণ

ব্যাখ্যা : 'গড্ডল' শব্দের অর্থ হলো ভেড়া। 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগধারাটির অর্থ হলো অন্ধ অনুকরণ বা বিচার-বুদ্ধিহীনভাবে অন্যের পেছনে চলা।

১৫. **'শুশ্রুশা' বানানের সঠিক রূপটি লিখুন।**

উত্তর : শুশ্রূষা

১৬. **'যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে'— তাকে এক কথায় কী বলে?**

উত্তর : প্রোষিতভর্তৃকা

১৭. **'তটিনী', 'তরঙ্গিণী', 'শৈবলিনী' ও 'বীচি'—এর মধ্যে কোনটি নদী অর্থে ব্যবহৃত হয় না?**

উত্তর : বীচি

ব্যাখ্যা : 'বীচি' শব্দের অর্থ হলো ঢেউ বা তরঙ্গ (যেমন: কল্লোল, ঊর্মি); এটি নদীর একটি অংশ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করলেও নদীকে বোঝায় না। অন্যদিকে তটিনী (তট আছে যার), তরঙ্গিণী (তরঙ্গ আছে যার) এবং শৈবলিনী (শৈবাল বা শ্যাওলা আছে যাতে)—এই তিনটি শব্দই নদীর সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১৮. **'হাতটান' বাগধারাটির অর্থ কী?**

উত্তর : চুরির অভ্যাস

১৯. **ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়?**

উত্তর : কৃৎ প্রত্যয়

ব্যাখ্যা : যা দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায়, সেই মূল অংশকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু। এই ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকেই কৃৎ প্রত্যয় বলে; যেমন— 'দৃশ্' (ধাতু) + 'অক' (প্রত্যয়) = দর্শক। অন্যদিকে, বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের (নাম প্রকৃতি) সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে বলা হয় তদ্ধিত প্রত্যয়।

২০. **Bureaucracy-এর বাংলা পরিভাষা কী?**

উত্তর : আমলাতন্ত্র

২১. **'যার দুই হাত সমান চলে'— তাকে এক কথায় কী বলে?**

উত্তর : সব্যসাচী

২২. **'উৎকর্ষতা' শব্দের শুদ্ধ রূপ কোনটি?**

উত্তর : উৎকর্ষ বা উৎকৃষ্টতা

২৩. **'সদ্যোজাত' শব্দটির সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কী?**

উত্তর : সদ্যঃ + জাত

ব্যাখ্যা : বিসর্গ সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী, অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের (ঃ) পরে যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ (যেমন: জ, ধ, ন) থাকে, তবে অ-কার ও বিসর্গ উভয় মিলে ও-কার (ো) হয়। এখানে 'সদ্যঃ'-এর বিসর্গ এবং 'জাত'-এর 'জ' (বর্গের ৩য় বর্ণ) মিলে ও-কার হয়ে 'সদ্যোজাত' শব্দটি গঠিত হয়েছে।

২৪. **'ক্ষণপ্রভা', 'চপলা', 'দামিনী' ও 'বিভাবরী'—এর মধ্যে কোনটি বিদ্যুতের সমার্থক নয়?**

উত্তর : বিভাবরী

ব্যাখ্যা : 'বিভাবরী' শব্দের অর্থ হলো রাত বা রজনী; অন্যদিকে ক্ষণপ্রভা (ক্ষণকাল যার প্রভা থাকে), চপলা এবং দামিনী—এই তিনটিই বিদ্যুতের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২৫. **'যা নিবারণ করা অসম্ভব'— এর বাক্যসংকোচন কী?**

উত্তর : অনিবার্য

২৬. **'অতিদর্পে হত লঙ্কা'— প্রবাদটির মূল অর্থ কী?**

উত্তর : অহংকারই পতনের মূল

২৭. **'আনারস' ও 'আলমারি' কোন ভাষার শব্দ?**

উত্তর : পর্তুগিজ

২৮. **'দারিদ্রতা' শব্দের শুদ্ধ রূপ কী?**

উত্তর : দারিদ্র্য বা দরিদ্রতা

২৯. **'পণ্ডিত হয়েও যিনি মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ'—এটি কোন সমাসের উদাহরণ?**

উত্তর : বহুব্রীহি

ব্যাখ্যা : সমাসের নিয়ম অনুযায়ী, যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর (পণ্ডিত ও মূর্খ) অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি বা বিশেষ অবস্থাকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। এখানে 'পণ্ডিতমূর্খ' বলতে এমন একজনকে বোঝানো হচ্ছে যার পুঁথিগত বিদ্যা থাকলেও বাস্তব জ্ঞান বা বুদ্ধি নেই। এটি মূলত বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত।

৩০. **'কেশরী', 'মৃগেন্দ্র', 'পশুরাজ' ও 'কুরঙ্গ'—এর মধ্যে কোনটি সিংহের সমার্থক নয়?**

উত্তর : কুরঙ্গ

ব্যাখ্যা : 'কুরঙ্গ' শব্দের অর্থ হলো হরিণ বা মৃগ। অন্যদিকে কেশরী (যার কেশর আছে), মৃগেন্দ্র (মৃগ বা পশুদের ইন্দ্র বা রাজা) এবং পশুরাজ—এই তিনটি শব্দই সিংহের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩১. **'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?**

উত্তর : আরবি

ব্যাখ্যা : 'লা' একটি আরবি উপসর্গ যা সাধারণত 'না' বা 'অভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'পাত্তা' শব্দের অর্থ সন্ধান বা খোঁজ, আর তার আগে 'লা' যুক্ত হয়ে 'লাপাত্তা' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'নিখোঁজ' বা যার কোনো খোঁজ নেই।

৩২. **Amendment বাংলা পরিভাষা কী?**

উত্তর : সংশোধনী

৩৩. **প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর আদি স্বরের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে কী বলে?**

উত্তর : অপশ্রুতি

ব্যাখ্যা : প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর আদি স্বরের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে অপশ্রুতি (Ablaut/Vowel Gradation) বলে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী, ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার সময় ধাতুর অভ্যন্তরীণ স্বরবর্ণের যে রূপান্তর ঘটে, তাকেই অপশ্রুতি বলা হয়। এটি মূলত দুই প্রকার: গুণ ও বৃদ্ধি।

গুণ: কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদি স্বর পরিবর্তিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট রূপ নেয় (যেমন: 'ই' বা 'ঈ' স্থানে 'এ' হওয়া— 'নী' + 'অ' = নয়)।

বৃদ্ধি: কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বরবর্ণটি আরও প্রসারিত বা দীর্ঘ হয় (যেমন: 'অ' স্থানে 'আ' হওয়া— 'পচ্' + 'অক' = পাচক)।

৩৪. **'লজ্জাস্কর' শব্দের শুদ্ধ বানান কোনটি?**

উত্তর : লজ্জাকর

৩৫. **'ঐরাবত', 'মাতঙ্গ', 'বারণ' ও 'বাজি'—এর মধ্যে কোনটি হাতির প্রতিশব্দ নয়?**

উত্তর : বাজি

ব্যাখ্যা : 'বাজি' শব্দের অর্থ হলো ঘোড়া বা অশ্ব। অন্যদিকে ঐরাবত (পুরাণমতে ইন্দ্রের বাহন), মাতঙ্গ এবং বারণ—এই তিনটি শব্দই হাতির সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩৬. **'ইচ্ছা' শব্দের বিশেষণ রূপ কোনটি?**

উত্তর : ঐচ্ছিক

ব্যাখ্যা : বিশেষ্য পদ থেকে বিশেষণ পদে পরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী, 'ইচ্ছা' (বিশেষ্য) শব্দের সাথে 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ঐচ্ছিক' (বিশেষণ) শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে ব্যাকরণের 'বৃদ্ধি'র নিয়ম কাজ করেছে, যেখানে শব্দের আদি স্বর 'ই' পরিবর্তিত হয়ে 'ঐ' হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ— "এটি আমাদের ঐচ্ছিক বিষয়", এখানে 'ঐচ্ছিক' শব্দটি 'বিষয়' বিশেষ্যটির অবস্থা বা গুণ প্রকাশ করছে।

৩৭. **'কংস মামা' বাগধারাটির অর্থ কী?**

উত্তর : নির্মম আত্মীয়

৩৮. **'গীতাঞ্জলী' শব্দের শুদ্ধ রূপ কী?**

উত্তর : গীতাঞ্জলি

৩৯. **'দাতা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কী?**

উত্তর : √দা + তৃচ

ব্যাখ্যা : এটি একটি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ। এখানে √দা হলো মূল ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি, যার অর্থ 'দান করা'। এই ধাতুর সাথে তৃচ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'দাতা' শব্দটি গঠিত হয়েছে।

৪০. **'উপকারীর অপকার করে যে'— তাকে এক কথায় কী বলে?**

উত্তর : কৃতঘ্ন

৪১. **'দুধের মাছি' বাগধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?**

উত্তর : সুসময়ের বন্ধু

৪২. **সমাসবদ্ধ পদটির নাম কী?**

উত্তর : সমস্তপদ

ব্যাখ্যা : সমাসের মাধ্যমে যে নতুন শব্দটি তৈরি হয়, তাকে 'সমস্তপদ' বা 'সমাসবদ্ধ পদ' বলে। উদাহরণস্বরূপ— 'সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন'। এখানে 'সিংহ' ও 'আসন' হলো সমস্যমান পদ, আর এই দুটি মিলে গঠিত হওয়া 'সিংহাসন' শব্দটি হলো সমস্তপদ।

৪৩. **'মনীষা' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী?**

উত্তর : মনস্ + ঈষা = মনীষা

ব্যাখ্যা : এটি একটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। এখানে 'মনস্' শব্দের শেষ 'স্' (স-কার) এবং 'ঈষা' শব্দের আদি 'ঈ'-কার মিলে 'নীষা' (স্+ঈ > নীষ) হয়েছে, যা বাংলা ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম মানে না।

৪৪. **'বনস্পতি', 'মহীরুহ', 'বিটপী' ও 'তৃণ'—এর মধ্যে কোনটি বৃক্ষ বা গাছের সমার্থক নয়?**

উত্তর : তৃণ

ব্যাখ্যা : 'তৃণ' শব্দের অর্থ হলো ঘাস বা খড়, যা ক্ষুদ্রাকৃতির উদ্ভিদকে বোঝায়; অন্যদিকে 'বনস্পতি', 'মহীরুহ' ও 'বিটপী' শব্দগুলো বৃহৎ ও শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ বা গাছের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪৫. **'গবেষণা' কোন শ্রেণির শব্দ?**

উত্তর : রূঢ়ি শব্দ

ব্যাখ্যা : যে সকল শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থের অনুগামী না হয়ে লোকপ্রসিদ্ধি বা অন্য কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। 'গবেষণা' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ (গো + এষণা) 'গরু খোঁজা', কিন্তু বর্তমানে শব্দটি এই অর্থ না বুঝিয়ে কোনো বিশেষ বিষয়ে 'ব্যাপক আলোচনা বা পর্যালোচনা' অর্থ প্রকাশ করে।

৪৬. **Bankrupt-এর বাংলা পরিভাষা কী?**

উত্তর : দেউলিয়া

৪৭. **'জলে চরে যা = জলচর'—এটি কোন সমাস?**

উত্তর : তৎপুরুষ সমাস

ব্যাখ্যা : যে পদের পরবর্তী অংশের সাথে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত থাকে (যাকে উপপদ বলে) এবং যার সাথে একটি কৃদান্ত পদের সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। এখানে 'চর' একটি কৃদান্ত পদ (√চর্ + অ), যা 'জলে' নামক উপপদের সাথে মিলিত হয়ে 'জলচর' শব্দটি গঠন করেছে।

৪৮. **'ভৌগোলিক' শব্দের মূল শব্দ ও প্রত্যয় কোনটি?**

উত্তর : ভূগোল + ইক (ষ্ণিক)

ব্যাখ্যা : 'ভূগোল' শব্দের সাথে 'ইক' (ষ্ণিক) প্রত্যয় যুক্ত হলে ব্যাকরণের বৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী আদি স্বর 'ঊ' পরিবর্তিত হয়ে 'ঔ' হয়, যার ফলে 'ভৌগোলিক' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এটি একটি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ যা মূলত কোনো বিষয়ের ভৌগোলিক অবস্থান বা বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে।

৪৯. **'রাবণের চিতা' বলতে কী বোঝায়?**

উত্তর : চির অশান্তি।

৫০. **'মনস্তাপ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী?**

উত্তর : মনঃ + তাপ = মনস্তাপ

ব্যাখ্যা : বিসর্গ সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী, বিসর্গের (ঃ) পরে যদি 'ত' কিংবা 'থ' থাকে, তবে বিসর্গের স্থানে 'স' হয়। এখানে 'মনঃ' শব্দের বিসর্গের পর 'তাপ' শব্দের 'ত' থাকায় বিসর্গটি বদলে 'স' হয়েছে এবং যুক্তাক্ষর 'স্ত' (স্ + ত) গঠন করেছে।

৫১. **'ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি'— তাকে এক কথায় কী বলে?**

উত্তর : ইতিহাসবেত্তা

৫২. **'বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন'—এটি কোন সমাসের উদাহরণ?**

উত্তর : তৎপুরুষ

ব্যাখ্যা : তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে। এখনে পূর্বপদ 'বিপদ'-এর সাথে যুক্ত দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী— গত, অত্যন্ত, ব্যাপ্ত, আপন্ন ইত্যাদি শব্দ পরপদে থাকলে সাধারণত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।
এখানে 'বিপদকে' (দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদ) এবং 'আপন্ন' মিলে 'বিপদাপন্ন' সমস্তপদটি গঠিত হয়েছে।

৫৩. **'ঝোপ বুঝে কোপ মারা'—বাগধারাটির অর্থ কী?**

উত্তর : সুযোগ বুঝে কাজ করা

৫৪. **Civil society-এর বাংলা পরিভাষা কী?**

উত্তর : সুশীল সমাজ

৫৫. **'জলধি', 'পাবার', 'বারীন্দ্র' ও 'বারিদ'—এর মধ্যে কোনটি সমুদ্রের সমার্থক নয়?**

উত্তর : বারিদ

ব্যাখ্যা : 'বারিদ' শব্দের অর্থ হলো মেঘ। ব্যাকরণগতভাবে 'বারি' (জল) + 'দ' (দান করে যে)—অর্থাৎ যা জল দান করে, তাকেই বারিদ বা মেঘ বলা হয়। অন্যদিকে জলধি, পাবার (পাথার) এবং বারীন্দ্র—এই তিনটি শব্দই সমুদ্র বা সাগরের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫৬. **'সব ছাত্রগণ'—এর শুদ্ধ রূপ কী?**

উত্তর : 'সব ছাত্র' অথবা 'ছাত্রগণ'

ব্যাখ্যা : বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী এটি বহুলবচনজনিত অশুদ্ধি বা আধিক্য দোষের একটি উদাহরণ। কোনো শব্দে একই সঙ্গে দুটি বহুবচনবোধক শব্দ বা প্রত্যয় ব্যবহার করা ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। এখানে 'সব' একটি বহুবচনবোধক শব্দ এবং '-গণ' একটি বহুবচনবোধক প্রত্যয়; তাই দুটি একসঙ্গে বসলে বাক্যটি গুরুচণ্ডালী দোষের মতো শ্রুতিকটু ও অশুদ্ধ হয়ে যায়। শুদ্ধ করতে হলে যেকোনো একটি ব্যবহার করতে হয়— হয় 'সব ছাত্র' (শব্দ যোগে) অথবা 'ছাত্রগণ' (প্রত্যয় যোগে)।

৫৭. **পদে পরিণত হওয়ার সময় শব্দের সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়, তাদের কী বলে?**

উত্তর : লগ্নক

ব্যাখ্যা : একটি সাধারণ শব্দ যখন বাক্যের অংশ হয়ে ওঠে, তখন তার ব্যাকরণিক ভূমিকা স্পষ্ট করার জন্য লগ্নক অপরিহার্য। লগ্নক প্রধানত চার প্রকার: বিভক্তি (যেমন: 'কে', 'রে'), নির্দেশক (যেমন: 'টি', 'টা'), বচন (যেমন: 'রা', 'গুলো') এবং বলক (যেমন: 'ই', 'ও')।

৫৮. **'শৈশব' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?**

উত্তর : শিশু + অ (ষ্ণ)

ব্যাখ্যা : 'শিশু' শব্দের সাথে 'ষ্ণ' (অ) প্রত্যয় যুক্ত হলে ব্যাকরণের বৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী আদি স্বর 'ই' পরিবর্তিত হয়ে 'ঐ' হয় এবং অন্ত্য 'উ' কার 'অব' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে 'শৈশব' শব্দটি গঠিত হয়। এটি একটি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ যা মূলত শিশুর অবস্থা বা শৈশবকালকে নির্দেশ করে।

৫৯. **'রেস্তোরাঁ' কোন ভাষার শব্দ?**

উত্তর : ফরাসি

৬০. **'গ্রামান্তর' কোন সমাস?**

উত্তর : নিত্য সমাস

ব্যাখ্যা : যে সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না, অথবা ব্যাসবাক্য করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয় এবং সমস্যমান পদগুলো সব সময় সমাসবদ্ধ থাকে, তাকে নিত্য সমাস বলে। 'গ্রামান্তর' শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো 'অন্য গ্রাম'। এখানে 'অন্তর' শব্দটি 'অন্য' অর্থ প্রকাশ করছে।

৬১. **'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' বাগধারাটি দ্বারা কী বোঝায়?**

উত্তর : উভয়সংকট অবস্থা

৬২. **'সূর্য উদয় হয়েছে'—এর শুদ্ধ রূপ কী?**

উত্তর : সূর্য উদিত হয়েছে

৬৩. **'অশ্বের ডাক'-কে এক কথায় কী বলা হয়?**

উত্তর : হ্রেষা

৬৪. **'পকেটমার' কোন দুটি ভাষার শব্দের মিলনে তৈরি?**

উত্তর : ইংরেজি + বাংলা

ব্যাখ্যা : এখানে 'পকেট' (Pocket) শব্দটি ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে এবং 'মার' শব্দটি খাঁটি বাংলা শব্দ (যা 'মারা' ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত)। এই দুই ভিন্ন ভাষার মিলন ঘটে একটি নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়েছে।

৬৫. **'প্রসূন', 'কুসুম', 'অঙ্কুর' ও 'রঞ্জন'-এর মধ্যে কোনটি ফুলের সমার্থক নয়?**

উত্তর : অঙ্কুর

ব্যাখ্যা : 'অঙ্কুর' শব্দের অর্থ হলো বীজ থেকে উৎপন্ন কচি চারা বা কলি । এটি উদ্ভিদের বিকাশের প্রাথমিক স্তরকে বোঝায়, ফুলকে নয়। অন্যদিকে 'প্রসূন' ও 'কুসুম' শব্দ দুটি সরাসরি ফুলের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬৬. **'যথারীতি' কোন সমাসের অন্তর্ভুক্ত?**

উত্তর : অব্যয়ীভাব সমাস

ব্যাখ্যা : পূর্বপদে অব্যয় যোগে যে সমাস হয় এবং যাতে অব্যয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। 'যথারীতি' শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো— রীতিকে অতিক্রম না করে। এখানে 'যথা' একটি অব্যয় পদ যা 'অনতিক্রম্যতা' (অতিক্রম না করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা ব্যাকরণে 'যথা' অব্যয়টি যখন অনতিক্রম্যতা অর্থে কোনো পদের আগে বসে সমাস গঠন করে, তখন তা অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

৬৭. **'শবপোড়া' শব্দটির গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত রূপ কী?**

উত্তর : শবদাহ (অথবা মড়াপোড়া)

ব্যাখ্যা : নব

৬৮. **বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কী বলে?**

উত্তর : আকাঙ্ক্ষা

ব্যাখ্যা : একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক: আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি। যখন কোনো বাক্যে এক পদ শোনার পর পরবর্তী পদ শোনার কৌতূহল বা তৃষ্ণা থেকে যায়, তখন বাক্যের অর্থ পূর্ণাঙ্গ হয় না। যেমন: 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে...' বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ হয় না কারণ এখানে আরও কিছু শোনার 'আকাঙ্ক্ষা' থেকে যায়। যখন বলা হয় 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে', তখন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে এবং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে পরিণত হয়।

৬৯. **'ম' এর পরে ক-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে 'ম' এর স্থলে কী হয়?**

উত্তর : অনুস্বার (ং) হয়

ব্যাখ্যা : সন্ধির বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী, পদের শেষে যদি 'ম্' থাকে এবং তারপরে ক-বর্গীয় কোনো ধ্বনি (ক, খ, গ, ঘ, ঙ) থাকে, তবে 'ম্' স্থানে বিকল্পে অনুস্বার (ং) হয়।

৭০. **'ইস্কাপন' ও 'রুইতন' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?**

উত্তর : ওলন্দাজ

৭১. **'গরু আকাশে ওড়ে'—বাক্যটিতে কোন গুণের অভাব রয়েছে?**

উত্তর : যোগ্যতা

ব্যাখ্যা : বাক্যের অন্তর্গত পদগুলোর মধ্যে অর্থের সংগতি এবং ভাবের মিলবন্ধনকে যোগ্যতা বলা হয়। একটি সার্থক বাক্যের জন্য কেবল ব্যাকরণগত গঠন ঠিক থাকলেই হয় না, সেটির বাস্তব ভিত্তি বা যুক্তিসংগত অর্থ থাকতে হয়। প্রকৃতিগতভাবে গরু আকাশে উড়তে পারে না, তাই এখানে পদের অর্থের সাথে বাস্তবের বা প্রকৃতির সংগতি নেই। ফলে বাক্যটি তার যোগ্যতা হারিয়েছে।

৭২. **সৌজন্যতার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না। (শুদ্ধ করুন)**

উত্তর : সৌজন্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না

৭৩. **'যথাযোগ্য' কোন সমাসের উদাহরণ?**

উত্তর : অব্যয়ীভাব সমাস

ব্যাখ্যা : এখানে পূর্বপদে 'যথা' অব্যয়টি 'অনতিক্রম্যতা' বা 'অতিক্রম না করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাসবাক্যটি হলো 'যোগ্যতাকে অতিক্রম না করে'; যেখানে পূর্বপদের অব্যয়ের অর্থই প্রধান হিসেবে প্রতীয়মান হওয়ায় এটি একটি অব্যয়ীভাব সমাস।

৭৪. **'ইদানীন্তন' শব্দটির বিপরীত শব্দ কী?** **উত্তর :** তদানীনন্তন

ব্যাখ্যা : 'ইদানীন্তন' বলতে বর্তমান বা এই সময়ের বিষয়কে বোঝায়, যার মূল শব্দ 'ইদানীং'। অন্যদিকে 'তদানীনন্তন' বলতে তখনকার বা সেই সময়ের (অতীতের) বিষয়কে বোঝায়, যার মূল শব্দ 'তদানীং'।

৭৫. **'সিডর' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?**

উত্তর : সিংহলি / শ্রীলঙ্কা

৭৬. **অকারণে অশ্রুজল বিসর্জন দিও না। (শুদ্ধ করুন)**

উত্তর : অকারণে অশ্রু বিসর্জন দিও না

৭৭. **'মুক্তি' শব্দের সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কী?**

উত্তর : √মুচ্ + ক্তি

ব্যাখ্যা : এখানে 'মুচ্' হলো মূল ধাতু বা প্রকৃতি এবং 'ক্তি' (ক্তিচ/ক্তিন) হলো কৃৎ-প্রত্যয়। নিয়ম অনুযায়ী, 'মুচ্' ধাতুর সাথে 'ক্তি' প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার সময় ধাতুর শেষ বর্ণ 'চ্' পরিবর্তিত হয়ে 'ক্' হয় এবং প্রত্যয়ের 'তি' অংশ যুক্ত হয়ে 'মুক্তি' শব্দটি গঠিত হয়।

৭৮. **'উত্তমর্ণ' শব্দটির বিপরীত শব্দ কী?** **উত্তর :** অধমর্ণ

ব্যাখ্যা : 'উত্তমর্ণ' বলতে পাওনাদার বা যিনি ঋণ দান করেন তাঁকে বোঝায়। অন্যদিকে 'অধমর্ণ' বলতে দেনাদার বা যিনি ঋণ গ্রহণ করেন তাঁকে বোঝায়।

৭৯. **'কিন্ডারগার্টেন' কোন ভাষার শব্দ?**

উত্তর : জার্মান

৮০. **'শহিদরা অমর'— এর নেতিবাচক রূপ কী?**

উত্তর : শহিদদের মৃত্যু নেই

৮১. **তিনি স্বস্ত্রীক বাইরে গেছেন। (শুদ্ধ করুন)**

উত্তর : তিনি সস্ত্রীক বাইরে গেছেন

৮২. **'চিন্ময়' শব্দের সঠিক বিপরীত শব্দ কোনটি? উত্তর :** মৃন্ময়

ব্যাখ্যা : 'চিন্ময়' শব্দের অর্থ হলো চেতনাসম্পন্ন বা জ্ঞানময় (যাতে চৈতন্যের প্রাধান্য আছে)। অন্যদিকে 'মৃন্ময়' শব্দের অর্থ হলো মাটি দিয়ে তৈরি বা জড় পদার্থ।

৮৩. **একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন?**

উত্তর : ৩টি

ব্যাখ্যা : একটি সার্থক বাক্যের ৩টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য (আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি) থাকা প্রয়োজন।

৮৪. **'চুরুট' কোন ভাষার শব্দ? উত্তর :** তামিল

৮৫. **'পিৎজা' ও 'মাফিয়া' কোন ভাষার শব্দ? উত্তর :** ইতালিয়ান

৮৬. **'বন্ধুর' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?**

উত্তর : মসৃণ

ব্যাখ্যা : 'বন্ধুর' বলতে এমন কোনো তল বা পথকে বোঝায় যা অসমান, উঁচু-নিচু বা খসখসে। এর বিপরীতে 'মসৃণ' বলতে বোঝায় যা সমান, তেলতেলে বা সমতল।

৮৭. **বর্তমান বিদ্যান নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। (শুদ্ধ করুন)**

উত্তর : বর্তমানে বিদুষী নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য

৮৮. **'হৃদ্য' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** **উত্তর :** কপট

ব্যাখ্যা : 'হৃদ্য' শব্দের অর্থ হলো আন্তরিক, প্রীতিপূর্ণ বা যা হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত (অকৃত্রিম)। এর বিপরীতে 'কপট' বলতে বোঝায় যা কৃত্রিম, ছলনাপূর্ণ বা অন্তরে এক আর বাইরে আরেক—এমন ভাব।

৮৯. **'উষর' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** **উত্তর :** উর্বর

ব্যাখ্যা : 'উষর' বলতে এমন জমিকে বোঝায় যা লোনা বা অনুর্বর হওয়ার কারণে তাতে কোনো ফসল জন্মায় না। 'উর্বর' বলতে সেই জমিকে বোঝায় যা অত্যন্ত ফলনশীল এবং যেখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।

৯০. **'সপ্তর্ষী' (সপ্ত ঋষির সমাহার) কোন সমাস?**

উত্তর : দ্বিগু সমাস

ব্যাখ্যা : যে সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে এবং পরপদের সাথে মিলনের ফলে 'সমাহার' বা সমষ্টি বোঝায়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। এখানে 'সপ্ত' (সাত) একটি সংখ্যাবাচক শব্দ এবং এটি 'ঋষি' পদের সাথে যুক্ত হয়ে একটি সমাহার বা সমষ্টি বোঝাচ্ছে, তাই এটি দ্বিগু সমাস।

৯১. **'যা চিবিয়ে খাওয়ার যোগ্য'— এর বাক্যসংকোচন কী?**

উত্তর : চর্ব্য

৯২. **'লিচু' কোন ভাষার শব্দ?**

উত্তর : চিনা শব্দ

৯৩. **'ক্ষীয়মাণ' শব্দের সঠিক বিপরীত শব্দ কী?**

উত্তর : বর্ধমান

ব্যাখ্যা : 'ক্ষীয়মাণ' বলতে বোঝায় যা ক্রমান্বয়ে ক্ষয় পাচ্ছে বা ছোট হয়ে আসছে। অন্যদিকে 'বর্ধমান' বলতে বোঝায় যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে বা বড় হচ্ছে।

৯৪. **'স্বয়ং', 'নিজে', 'খোদ'—এগুলো কোন ধরনের সর্বনাম?**

উত্তর : আত্মবাচক সর্বনাম

ব্যাখ্যা : যে সর্বনাম শব্দগুলো কর্তা বা বক্তাকে অন্য কারো ওপর নির্ভর না করে সরাসরি নিজেকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, তাকে আত্মবাচক সর্বনাম বলে। এখানে 'স্বয়ং', 'নিজে' বা 'খোদ' শব্দগুলো বাক্যের কর্তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তাকেই নির্দেশ করে, তাই এগুলো আত্মবাচক সর্বনামের উদাহরণ।

৯৫. **Bibliography-এর বাংলা পরিভাষা কী?**

উত্তর : গ্রন্থপঞ্জি

৯৬. **'তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি'— এর যৌগিক রূপ কী?**

উত্তর : তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি

৯৭. **'কালি-কলম' কোন দুটি ভাষার শব্দের মিশ্রণ?**

উত্তর : বাংলা + আরবি

ব্যাখ্যা : এখানে 'কালি' শব্দটি খাঁটি বাংলা শব্দ (তদ্ভব), যার মূল সংস্কৃত 'কালিকা' থেকে এসেছে। অন্যদিকে 'কলম' শব্দটি আরবি মূল 'ক্বলম' (قلم) থেকে আগত।

৯৮. **Manifesto শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?**

উত্তর : ইশতেহার

৯৯. **'ঋজু' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?**

উত্তর : বক্র বা বঙ্কিম

ব্যাখ্যা : 'ঋজু' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো সোজা, সরল বা অকুটিল। এর বিপরীতে 'বক্র' বা 'বঙ্কিম' বলতে বোঝায় যা বাঁকা, আঁকাবাঁকা বা কুটিল।

১০০. **'পাবক', 'কৃশানু', 'অবনী', 'হুতাশন' ও 'হোমাগ্নি' শব্দগুলির মধ্যে কোনটি আগুন-এর সমার্থক শব্দ নয়?**

উত্তর : অবনী

ব্যাখ্যা : 'অবনী' শব্দের অর্থ হলো পৃথিবী, ধরিত্রী বা মেদিনী; যা আগুনের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অন্যদিকে পাবক, কৃশানু, হুতাশন ও হোমাগ্নি শব্দগুলো অগ্নি বা আগুনের বিভিন্ন সমার্থক হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়।